23

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা

পিছানোর আন্দোলন চিরতরে বন্ধ করা হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে পরীক্ষা পিছানো আন্দোলন বন্ধ করা হচ্ছে। আগামী বছর থেকে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিষয়সমূহের পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। যার ফলে প্রত্যেকটি বিভাগ নিজস্ব পছন্দমতো সময়ে পরীক্ষা নিতে পারবে। এ খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে বিগত ৮/১০ বছর প্রথম নির্ধারিত তারিখে অনার্স ফাইনাল ও মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রতিবছরই পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হলে পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে ধর্মঘট, ভাংচুর, বিক্ষোভ প্রভৃতি কারণে পরীক্ষা পিছানো হয়। সূত্র আরও জানায়, যেসব শিক্ষকের অবহেলা যথাসময়ে কোর্স শেষ না হবার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। একদিকে চাপের মুখে পরীক্ষা পিছানো ও অন্যদিকে দিনের পর দিন গুটিকয়েক শিক্ষকের অবহেলা সেশনজটের অন্যতম কারণ বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, এ বছর কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ২০টি বিভাগের মধ্যে ১৫টি বিভাগ গত ৩১ অক্টোবরের মধ্যে বেঁধে দেয়া সময়ে ক্লাস শেষ করে। কিন্তু ইংরেজী, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোকপ্রশাসন ও অর্থনীতি বিষয়ের ক্লাস শেষ এবং ইনকোর্স পরীক্ষা ঐ সময়ের মধ্যে শেষ করা হয়নি। ইংরেজী বিষয়ের একজন শিক্ষক দেশের বাইরে গেলেও তাঁর কোর্সে অন্য কোন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়নি। এভাবে প্রতিবছরই দুয়েকটি বিষয়ের জন্য জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। একাডেমিক বিষয়ে নীতিনির্ধারণী সূত্রে জানা যায়, প্রত্যেক বিভাগকে আগামী বছর থেকে নিজ বিভাগে পরীক্ষা নিতে বলা হবে। ফলে শিক্ষকের দায়িত্বশীলতা বাড়বে। তাছাড়া প্রস্তাবিত অনার্স ও সাবসিডিয়ারি সমন্বিত কোর্স চালু হলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ার টেবিলে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। এ সম্পর্কে কলা অনুষদ ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম জনকণ্ঠকে জানান, আগামী বছর থেকে প্রস্তাবিত সমন্বিত কোর্স চালু করার পাশাপাশি পরীক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তাভাবনা চলছে। পরীক্ষা পিছানো আন্দোলন ও কোর্স শেষ না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রত্যেক বিভাগের রিপোর্ট নিয়ে পরীক্ষার রুটিন দেয়া হয়েছে। এখন ৪/৫টি বিভাগের জন্য ১৫টি বিভাগ বসে থাকতে পারে না।

ধর্মঘট পালিত

এদিকে পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের আহ্বানে রবিবার কলাভবনে ধর্মঘট পালিত হয়। দুপুর বারোটায় ছাত্ররা অপরাজেয় বাংলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ক্যাম্পাস ঘুরে অপরাজেয় বাংলার সামনে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। পরীক্ষা না পিছালে পরীক্ষার্থীরা বড় ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে সমাবেশে ঘোষণা করা হয়।